খুব অল্প খরচে
যে কোনো বাংলা, ইংরাজী ও হিন্দি পত্রিকায় খুব কম খরচে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়।
নাম চেঞ্জ, বিজ্ঞপ্তি, হারানো প্রাপ্তি, পাত্রপাত্রী, কর্মখালি
আনন্দবাজার পত্রিকা The Telegraph THE TIMES OF INDIA দৈনিক যুগশঙ্খ
বর্তমান প্রতিদিন সন্মার্গ প্রভাত খবর
9232633899 THE ECHO OF INDIA

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র

সার্বভৌম সমাচার

RNI Regn. No. WBBEN/2017/75065 ❑ Postal Regn. No.- Brs/135/2020-2022 ❑ Vol. 08 ❑ Issue 51 ❑ 06 Mar., 2025 ❑ Weekly ❑ Thursday ❑ ₹ 3

নতুন সাজে সবার মাঝে
শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত
ALANKAR
সরকার অনুমোদিত ২২/২২ ক্যারেট K.D.M
অলঙ্কার
সোনার গহনা নির্মাতা ও বিক্রেতা
যশোহর রোড • বনগাঁ
M : 9733901247

যশোর রোডের এঁরা আর অক্সিজেন দেয় না...

তৃণমূলের নজরদারিতেই চলছে ভূতুড়ে ভোটার খোঁজার কাজ

প্রতিনিধি ঃ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্দেশে তৃণমূলের নেতাকর্মীরা ভুয়ো ভোটার খুঁজে বের করতে নেমে পড়েছেন। এ বিষয়েই শনিবার বনগাঁ শহরের একটি লজে জেলা তৃণমূলের পক্ষ থেকে সভার আয়োজন করা হয়। কিভাবে ভোটার তালিকায় ভুয়ো নাম খুঁজে বার করা যায়, তা নিয়ে এদিনের বৈঠকে আলোচনা হয়েছে।

দলীয় পদাধিকারী ও দলীয় জনপ্রতিনিধিদের উদ্দেশ্যে তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলা সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস এদিন হুশিয়ারি দিয়ে বলেন, 'ভাববেন না কেউ পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছেন বলে পাঁচ বছর পদে থাকবেন। দল নজর রাখছে। আগামী সাত দিনের মধ্যে ভোটার তালিকা সংক্রান্ত কাজ ভালোভাবে করুন। না হলে দল সিদ্ধান্ত নেবে আপনাদের বিষয়ে। এদিনে সভায় তৃণমূলের জনপ্রতিনিধি ও পদাধিকারীদের উদ্দেশ্যে বিশ্বজিৎ বাবু আরো হুমকি দিয়ে বলেন, একটা সময় বনগাঁ মহকুমা তৃণমূলের দুর্জয় ঘাঁটি ছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রকল্পের সুবিধা এখন প্রতিটা পরিবার পায়। তার পরেও মানুষ কেন আমাদের থেকে মুখ ফিরিয়েছেন? মানুষের সঙ্গে মেলামেশা না করা, দুর্ব্যবহার করা এর কারণ।

আগামী দিনে যারা কাজ করতে পারবেন না, তাদের পদ থেকে সরিয়ে দেওয়া হবে। এদিনের বৈঠকে বিশ্বজিৎবাবু ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন স্বরূপনগরের বিধায়ক বীণা মন্ডল গোবরডাঙ্গা পৌরসভার চেয়ারম্যান শংকর দত্ত এবং বনগাঁ পৌরসভার চেয়ারম্যান গোপাল শেঠ সহ তৃণমূলের সর্বস্তরের নেতা কর্মী জনপ্রতিনিধিরা।

নাবালিকার বিয়ে আটকালো প্রশাসন

প্রতিনিধি ঃ বছর ১৪র নাবালিকাকে লুকিয়ে বিয়ে দিচ্ছিল বাড়ির লোকেরা। তবে শেষ রক্ষা হলো না। সূত্রে খবর পেয়ে বিয়ের আসরে হানা দিল পুলিশ প্রশাসন। বন্ধ হল বিয়ে, উদ্ধার হল নাবালিকা। বৃহস্পতিবার ঘটনাটি ঘটেছে বনগাঁ থানার পল্লীশ্রী এলাকায়। নাবালিকা মেয়ের বিয়ে দেব না বলে মুচলেকা দিল বাড়ির লোকেরা।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, উদ্ধার হাওয়া নাবালিকার বাড়ি উত্তর ২৪ পরগনার হাসনাবাদ এলাকায়। তার বয়স ১৪ বছর। গোপনে বনগাঁ পল্লীশ্রীর বাসিন্দা সৌরভ বিশ্বাসের সাথে তার বিয়ে দিচ্ছিল পরিবারের লোকেরা। বৃহস্পতিবার সেই বিয়ের দিন। ছেলের বাড়িতেই বিয়ের আয়োজন ছিল। তার জন্য প্যান্ডেল খাওয়া-দাওয়ার ব্যবস্থা শেষ হয়েছিল। শুধুমাত্র বিয়েটা শুরু হওয়ার অপেক্ষা। তার আগেই খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে যায় বনগাঁ থানার পুলিশ ও প্রশাসনের একাধিক কর্তা। পরিবারের লোকেদের

তৃতীয় পাতায়...

দু'দেশের ভোটার কার্ডে নাম থাকার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ বাগদার বাসিন্দা এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে ভারত এবং বাংলাদেশের ভোটার তালিকায় নাম থাকার অভিযোগ উঠল। রবিবার বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার বিজেপি সভাপতি দেবদাস মন্ডল সাংবাদিক বৈঠক করে ওই অভিযোগ, তোলেন। ওই ব্যক্তির নাম শহিদুল বিশ্বাস। তার বাড়ি বাগদার মালিদা গ্রামে। দেবদাস বাবুর অভিযোগ শহিদুলের নাম ভারতীয় ভোটার তালিকায় থাকলেও বাংলাদেশের ভোটার তালিকাতেও রয়েছে। বাংলাদেশের যশোরের চৌগাছায় তার বাড়ি। দেবদাস বাবু জানান, কিছুদিন আগে আমাদের দলের বাগদার নেতা দেবব্রত ঢালী যাবতীয় প্রমাণপত্রসহ জেলা শাসকের কাছে এ বিষয়ে অভিযোগও জানিয়েছেন। বিজেপি নেতৃত্বের দাবি, ওই ব্যক্তি সক্রিয় তৃণমূল কর্মী। যদিও শহিদুল বাবু অভিযোগ অস্বীকার করেছেন। তিনি বলেন আমি তৃণমূল করি এটা ঠিক। তবে আমার জন্ম এখানে, বাংলাদেশের সঙ্গে কোন সম্পর্ক নেই। ওখানকার ভোটারও আমি নই। তৃণমূলের বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি বিশ্বজিৎ দাস বলেন, শহিদুল তৃণমূল করে না। দু'দেশের যদি ভোটার তালিকায় ওর নাম থেকে থাকে, প্রশাসন তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেবে।

GRAPHICS MART
LAPTRONICS-5
এখানে খুবই কম খরচে
Laptop এবং Desktop
Repairing করা হয়।
* সকল প্রকার Repairing এর উপর
থাকবে One Month (একমাসের) গ্যারান্টি।
Mob. : 9836414449

COMPUTER &
PRINTER REPAIRING
যত্ন সহকারে সামনে বসে কাজ করা হয়
কার্টিজ রিফিল করা হয়।
UNICORN
Mob. : 9734300733
অফিস ঃ কোর্ট রোড, লোটাস মার্কেট, বনগাঁ, উঃ ২৪ পরঃ

Behag Overseas
Complete Logistic Solution
(MOVERS WHO CARE)
MSME Code UAM No.WB10E0038805
ROAD - RAIL - BARGE - SEA - AIR
CUSTOMS CLEARANCE IN INDIA
Head Office : 48, Ezra Street, Giria Trade Centre,
5th Floor, Room No : 505, Kolkata - 700001
Phone No. : 033-40648534
9330971307 / 8348782190
Email : info@behagoverseas.com
petrapole@behagoverseas.com
BRANCHES : KOLKATA, HALDIA, PETRAPOLE, GOJADANGA, RANAGHAT RS., CHANGRABANDHA, JAIGAON, CHAMURCHI, LUKSAN, HALDIBARI RS, HILI, FULBARI

স্থানীয় নির্ভিক সাপ্তাহিক সংবাদপত্র
সার্বভৌম সমাচার
বর্ষ ০৮ ❐ সংখ্যা ৫১ ❐ ০৬ মার্চ, ২০২৫ ❐ বৃহস্পতিবার

নিঃশুল্ক নাগরিক পরিষেবা এবার করযুক্ত

প্রতিনিয়ত বেড়েই চলেছে নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম। দিন আনা- দিনখাওয়া মানুষের নাভিশ্বাস ওঠার উপক্রম। 'গোদের উপর বিষফোঁড়া'-র মত বনগাঁবাসীর জন্য শুরু হল আবর্জনা সাফাই কর। বনগাঁ পৌরসভার জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীগণ নিয়ম করে সপ্তাহে দু'দিন বা একদিন করে বিভিন্ন ওয়ার্ডের নাগরিকবৃন্দের বাড়ির বর্জ্য পদার্থ গাড়িতে করে নিয়ে আসার জন্য হাজির হয়। রাস্তা ঘাট সাফাই করার জন্য কোন সপ্তাহে একদিন বা কোন সপ্তাহে হাজিরই হয় না মহিলা ঝাড়ুদারগণ। এ যাবৎ কাল পর্যন্ত এ সমস্ত পরিষেবা বিনামূল্যেই হয়েছে। কিন্তু এবার থেকে এসব পরিষেবা আর ফ্রিতে হবে না। তার জন্য দিতে হবে কর। প্রতিদিন এক টাকা হিসাবে মাসে ৩০ টাকা। অত্যাধুনিক সোয়াইপ মেশিনের দ্বারা বিল দিয়ে কর গ্রহণ করবেন ভারপ্রাপ্ত জনস্বাস্থ্য বিভাগের কর্মীগণ। মাসিক ৩০ টাকা হিসাবে বছরে অতিরিক্ত গুণতে হবে ৩৬০ টাকা। এটা সাধারণ জনগণের কাছে বাড়তি বোঝা। জনৈক পৌর-নাগরিকের কথায়— 'সপ্তাহে দু'দিন বা একদিন আসে বাড়ির জঞ্জাল নেওয়ার জন্য। তাহলে প্রত্যেক দিনের জন্য ১ টাকা করে কেন দিতে হবে?' এবিষয়ে সাধারণ জনগণের মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার হয়েছে। এই ক্ষোভের প্রভাব কি পরবর্তী ভোটব্যাঙ্কে পড়বে? যদিও ভিন্ন মত পোষণ করছে রাজনৈতিক বিশ্লেষকগণ।

সবার উপরে মানুষ সত্য : প্রসঙ্গ মানবাধিকার

দেবাশিস রায়চৌধুরী

ধারা : ১৯

প্রত্যেকেরই মতামত পোষণ এবং মতামত প্রকাশের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে। অবাধে মতামত পোষণ এবং রাষ্ট্রীয় সীমানা নির্বিশেষে যে কোন মাধ্যমের মারফত ভাব এবং তথ্য জ্ঞাপন, গ্রহণ ও সন্ধানের স্বাধীনতাও এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

এটি মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে নিশ্চয়তা দেয়।

ধারা : ২০

(১) প্রত্যেকেরই শান্তিপূর্ণ সমাবেশে অংশগ্রহণ ও সমিতি গঠনের স্বাধীনতায় অধিকার রয়েছে।

(২) কাউকে কোন সংঘভূক্ত হতে বাধ্য করা যাবে না।

এই ধারা সমাবেশ ও সংঘের স্বাধীনতাকে স্বীকৃতি দেয়।

ধারা : ২১

(১) প্রত্যক্ষভাবে বা অবাধে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে নিজ দেশের শাসন পরিচালনায় অংশগ্রহণের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(২) নিজ দেশের সরকারী চাকুরীতে সমান সুযোগ লাভের অধিকার প্রত্যেকেরই রয়েছে।

(৩) জনগণের ইচ্ছাই হবে সরকারের শাসন ক্ষমতার ভিত্তি; এই ইচ্ছা নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে অনুষ্ঠিত প্রকৃত নির্বাচনের মাধ্যমে ব্যক্ত হবে; গোপন ব্যালট কিংবা সমপর্যায়ের কোন অবাধ ভোটদান পদ্ধতিতে এ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।

এটি যে কোনও দেশের নাগরিকের সেই দেশের শাসন ক্ষমতা এবং সরকারে অংশগ্রহণের অধিকার নিশ্চিত করে।

ধারা : ২২

সমাজের সদস্য হিসেবে প্রত্যেকেরই সামাজিক নিরাপত্তার অধিকার আছে। জাতীয় প্রচেষ্টা ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে রাষ্ট্রের সংগঠন ও সম্পদের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকেরই আপন মর্যাদা এবং ব্যক্তিত্বের অবাধ বিকাশের জন্য অপরিহার্য সামাজিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক অধিকারসমূহ আদায়ের অধিকার রয়েছে।

এই ধারাটি সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করে।

ধারা : ২৩

(১) প্রত্যেকেরই কাজ করার, স্বাধীনভাবে চাকুরী বেছে নেবার, কাজের ন্যায্য এবং অনুকূল পরিবেশ লাভ করার এবং বেকারির বিরুদ্ধে সুরক্ষিত হবার অধিকার রয়েছে।

(২) কোনরূপ বৈষম্য ছাড়া সমান কাজের জন্য সমান বেতন পাবার অধিকার প্রত্যেকেরই আছে।

(৩) কাজ করেন এমন প্রত্যেকেরই নিজের এবং পরিবারের মানবিক মর্যাদার সমতুল্য অস্তিত্বের নিশ্চয়তা দিতে পারে এমন ন্যায্য ও অনুকূল পারিশ্রমিক লাভের অধিকার রয়েছে; প্রয়োজনবোধে একে অন্যান্য সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থাদি দ্বারা পরিবর্ধিত করা যেতে পারে।

(৪) নিজ স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য প্রত্যেকেরই ট্রেড ইউনিয়ন গঠন এবং তাতে যোগদানের অধিকার রয়েছে।

এই ধারা অনুযায়ী কাজের অধিকার নিশ্চিত হয়।

ধারা : ২৪

প্রত্যেকেরই বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার রয়েছে; নিয়মিত সময়ের ব্যবধানে বেতনসহ ছুটি এবং পেশাগত কাজের যুক্তিসঙ্গত সীমাও এ অধিকারের অন্তর্ভূক্ত।

এই ধারা বিশ্রাম ও অবসরের অধিকার নিশ্চিত করে।

ধারা : ২৫

(১) খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থান, চিকিৎসা

চলবে...

ভ্রমণ ঃ

মিজোরাম

পর্ব- ৪

অজয় মজুমদার

প্রবেশদ্বারে দুটি টিকিট কাউন্টার রয়েছে। বয়স্কদের কুড়ি টাকা, শিশুদের জন্য দশ টাকা, স্কুল শিশুদের একটি শিক্ষা সফরে পঞ্চাশ শতাংশ ছাড় দেওয়া হয়। সিনিয়র সিটিজেনদের একদম ফ্রি; কাউন্টারে লেখা রয়েছে। যেসব বস্তু প্রদর্শন করা হয় এটি মূলত নৃতাত্ত্বিক অ্যান্থ্রোপলজিক্যাল মিউজিয়াম। এখানে বহুমুখী সংগ্রহ প্রদর্শন করা হয়।

টেক্সটাইল গ্যালারি : মিজোদের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের টেক্সটাইল গুলি প্রদর্শন করে। যা মহিলাদের জন্য সিয়াপসুয়াপ এবং পুরুষদের জন্য হানাওখাল নামক ফাইবার আর্ট গুলির প্রাচীনতম পরিধান থেকে বর্তমান দিনের ঐতিহ্যবাহী পোশাক পর্যন্ত টেক্সটাইলের বিকাশ দেখায়।

জাতিতত্ত্ব গ্যালারি : এখানে বাদ্যযন্ত্র, অস্ত্র, শিকারের সরঞ্জাম, গৃহে ব্যবহৃত পাত্র, স্থানীয় চালের বিয়ার তৈরি ও পান করার জন্য ব্যবহৃত পাত্র ও উপকরণ। ফাইবার শিল্প, বেত এবং বাঁশের কাজ ইত্যাদি উপকরণ।

ইতিহাস গ্যালারি : ইতিহাসের গ্যালারিতে কিছু বিশিষ্ট ব্যক্তির ছবি ও চিত্রকর্মের সাহায্যে মিজো ইতিহাস চিত্রিত করা হয়েছে। ঐতিহাসিক স্থান এবং পাথরের সরঞ্জাম এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বের অনন্য উপকরণ এবং বিরল খনিজ ও খনির প্রদর্শনী রয়েছে।

নৃতত্ত্ব প্রদর্শনীতে : রয়েছে গৃহপালিত সামগ্রি, বিভিন্ন মডেল, বেশিরভাগ বেত এবং বাঁশের তৈরি বিভিন্ন ধরনের অলংকার, ধূমপানের পাইপ, সফল যোদ্ধাদের সম্বর্ধনা দেওয়ার জন্য

ব্যবহৃত সামগ্রী, জাউলবুকের মডেল (স্নাতকদের ডারমিটারি) সাধারণ বাড়ি, প্রধানের বাড়ি এবং মডেল।

প্রাণিবিদ্যা গ্যালারি : প্রাকৃতিক ইতিহাসের গ্যালারিটি দর্শকদের বিভিন্ন ফাঁদ, বিভিন্ন ধরনের স্টাফড প্রাণী, পাখি, সরীসৃপ ইত্যাদি । ভিজা ও শুকনো সংরক্ষনের অধীনে বন্য এবং গৃহপালিত প্রাণীর খুলি সহ পরিচয় করিয়ে দেয়। মিউজিয়াম দেখা শেষ করে সিঁড়ির পাশে মিজো পালকিতে আমার ও রবিন দার ছবি তুলে দিল দেবযানী। এবার আমরা এলাম

কিং সলেমান টেম্পলে : এই মন্দিরটি কুহরান খিয়াংহিলিন নামের ধর্মীয় গোষ্ঠী দ্বারা নির্মিত হয়েছিল। ইংরেজিতে 'দ্য হলি চার্চ' নামে অনুবাদ করা হয়েছে। মন্দিরটি বর্তমানে অ-সাম্প্রদায়িক। এটি মিজোরাম রাজ্যের অন্যতম বৃহত্তম মন্দির।

মন্দির এলাকায় হলের মধ্যে ২০০০ লোক এবং এবং আঙিনার মধ্যে ১০,০০০ লোকের থাকার ব্যবস্থা আছে। মূল ভবনটির বারটি প্রধান দরজা, প্রতি দেওয়ালে তিনটি দরজা রয়েছে। মন্দিরের বাইরের দেয়াল ঠিক দক্ষিণ, উত্তর-পূর্ব এবং পশ্চিম দিক মুখ করে বারান্দার উপরে চারটি স্তম্ভ রয়েছে। প্রতিটিতে ডেভিডের তারা রয়েছে। যার অর্থ প্রকাশে বইয়ে সাতটি গীর্জাকে প্রতিনিধিত্ব করা।

চলবে...

উপন্যাস

বেঙ্গালুরু উবাচ ১

পীযূষ হালদার

গত সপ্তাহের পর...

এসব দেখতে দেখতে আমরা পদ্মবনের দিকে যাওয়া শুরু করলাম। দুই একজনকে ডোঙা নিয়ে পদ্মবনের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে দেখলাম। নির্মল বলল, ওখানে ওরা সকালে বর্শা পেতে রেখে গিয়েছিল। তাতেও কিছু কিছু মাছ বর্শায় গাঁথে । মাছগুলো খুলে নিয়ে আবার আগামীকাল সকালের জন্য বর্শাটা পেতে রাখে।

বাঁওড়ের ধারে উঁচু উঁচু বাঁশ গাছের ছায়ায় মলিন আলো। সুর্য পশ্চিম দিকে ঢোলে পড়ে আরও মলিন করে তুলেছে । আমি নির্মলকে বললাম, চল এবার ফেরা যাক। সন্ধ্যা নামবে। প্রথম দিনই রাত করে ফিরব না। জামাইবাবু রাগ করবে। "

" ঠিক আছে,চল এবার ফিরি।"

আমরা দুজন পাশাপাশি ধীর গতিতে হাঁটছিলাম। এখন গতির জীবন। এখনকার সময় হলে এটুকু পথ কয়েক মিনিটের মধ্যে দৌড়িয়ে বাড়ি পৌঁছে যেতো ছেলেরা। নির্মল শান্ত ছেলে, আমিও ওর সাথে মিশে বেশ খানিকটা শান্ত হয়ে গিয়েছিলাম। বোর্ডিং হাউসের শান্ত নির্মল পরিবেশ থেকে খানিকটা শান্ত হয়ে ফিরেছিলাম আগেই। হাঁটতে হাঁটতে নির্মল আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিল, "তোর জীবনের লক্ষ্য কি?" আমি ওইটুকু বয়সে কোনও চিন্তাই করিনি আমার লক্ষ্য কি হওয়া উচিত। আমি কি উত্তর দেব বুঝতে পারছি না। হঠাৎ মনে পড়ল, সকলে বলে মানুষের মতো মানুষ হও। আমিও সেই কথাটা নির্মলকে বললাম, " আমি মানুষ হব।"

নির্মল আমার দিকে তাকিয়ে পড়েছে। কি জানি, আমাকে দেখে ও কি মনে করছে। আমি কথাটা কি ভুল বললাম তা আমি তখন বুঝতে পারিনি। পরে বড় হয়ে বুঝতে পেরেছিলাম। কত বড় একটা কথা বলে ফেলেছিলাম। মানুষ হওয়াটাই যে জীবনের বড় কথা, সেটা তখনকার মানুষরা বুঝত। এই সময়ে যদি কেউ এই রকম কথা বলত, তাহলে শ্রোতা এই বক্তব্যের জন্যে বক্তাকে পাগল ঠাওরাত।

নির্মল শুধু আমাকে বলেছিল, "তুই এত বড় কথা বললি কী করে! ডাক্তার হওয়া যায়, ইঞ্জিনিয়ার হওয়া যায়, মাস্টার হওয়া যায়, এমনকি বড় চাকরিজীবী হওয়া যায়। বিডিও, এসডিও। কিন্তু এগুলো হলেই সে মানুষ হবে তা নয়। ডাক্তার হয়ে মানুষকে বাঁচাবে ঠিকই, তার জন্য তার টাকা পয়সার খাই থাকবে। ইঞ্জিনিয়ারদের মধ্যেও অনেক রকম তাল আছ। বড় বড় বিল্ডিং বানাবে। নিম্নমানের সামগ্রী দিয়ে বানাবার চেষ্টা করবে। চাকরিজীবী এসডিও বিডিও হয়তো কোন বেআইনি কাজকে আইনি করে দেবে। কিন্তু যে প্রকৃত মানুষ হবে, তার হুস থাকবে। সেই হুস অন্যায় কাজ করতে বাধা দেবে। শোক,দুঃখ তাকে টলাতে পারবে না। তুই আজকে যে কথাটা বললি এটা আমার সারা জীবন মনে থাকবে।' আমি নির্মলের কথাগুলো হা করে শুনছিলাম। তখন খানিকটা বুঝেছিলাম আবার খানিকটা বুঝিনি। আমি বললাম, "আমি তো এসব কিছু ভেবে বলিনি। বড়দের কথাটাই বলেছি। আমি কোনও ভুল কিছু বলিনি তো।"

"না না, তুই ভুল বলবি কেন! তুই তো আসল কথাটাই বলেছিস। আমি তো এ কথা কোনদিন চিন্তা করিনি। আমি আমার জীবনের লক্ষ্য স্থির রেখেছি সৎ অফিসার হওয়ার দিকে। আমি পড়াশোনা করছি সেই দিকে লক্ষ্য রেখে। তুই পড়াশোনা করছিস প্রকৃত জ্ঞান অর্জনের জন্য।" এ কথা বলে নির্মল যেন কোনও চিন্তায় মগ্ন হলো।

কিছু সময় পরে বলল, "এই যে বাঁওড়ের জল আছে দেখছিস। বদ্ধ জায়গায় আবদ্ধ হয়ে। এই জলটা ছড়িয়ে পড়তে চায় চারিদিকে। ক্লাস সেভেনে পড়বি, জল ছড়িয়ে পড়তে চায়। একটু নিচু জায়গা পেলে জল ছড়িয়ে পড়ে। পাহাড়ের মাথায় জল হ্রদের মধ্যে আবদ্ধ থাকে। পথ পেলেই সেখান থেকে নিচে নেমে এসে নদী সৃষ্টি করে। মানুষের জীবনও খানিকটা সেই রকমই । নদীর জলের মতো বয়ে চলে মানুষের জীবন। এই চলার পথে এক এক জন এক এক রকম কর্মজীবনে ঢুকে পড়ে।

চলবে...

বর্ষিয়ান অঙ্কন শিল্পী নিতাইবাবুকে সম্মান অধ্যাপক বাসুদেববাবুর

লুৎফর রহমান ঃ আশির দশকে নিজের অঙ্কন শিল্প নিয়ে এলাকায় যথেচ্ছ প্রভাব বিস্তার করেছিলেন অঙ্কন শিল্পী নিতাই শীল। কিন্তু পারিবারিক আর্থিক অনটনের কারণে সেভাবে আর এগিয়ে যেতে

পারেননি, কিন্তু মহকুমা জুড়ে নিজের ছাপ রেখেছেন প্রায় সর্বত্রই। সম্প্রতি তাঁরই সঙ্গে দেখা করতে এলেন স্বনামখ্যাত শিল্পী, কবি ও অধ্যাপক ড. বাসুদেব মণ্ডল।

উত্তর ২৪ পরগণা জেলার গোপালনগর থানার দাঁড়িঘাটা এলাকার বাসিন্দা নিতাইবাবু বর্তমানে ৮৭ বছরে পদার্পণ করেছেন। শারীরিকভাবে অসুস্থ নিতাইবাবু এখন বাড়িতেই থাকেন। তাঁর অসম্ভব প্রতিভার সঙ্গে সঙ্গে সাংসারিক জীবন অতিবাহিত করবার জন্য স্থানীয় গোপালনগর বাজারে একটি দোকান পরিচালনা করতেন। কিন্তু বার্ধক্যজনিত কারণে সেই দোকানও এখন বন্ধ। আর তাই মোটামুটি ভাবে তিনি এখন গৃহবন্ধী। কিন্তু এক সময়ের সমাজদরদী তথা অখ্যাতনামা অঙ্কন শিল্পী নিতাইবাবুর শারীরিক পরিস্থিতির কথা মাথায় রেখে এবং তাঁর অসম্ভব শিল্প প্রতিভার প্রতি সম্মান জানাতে অধ্যাপক ড. বাসুদেব মণ্ডল এর সঙ্গে দেখা করতে আসেন অনেক অনুরাগীই। একেবারেই চরম অসুস্থ নিতাইবাবুকে সদা পরিচর্যা তথা অনবরত খেয়াল রাখতে ব্যস্ত তাঁর স্ত্রী ও কন্যা তথা পরিবারের লোকজন। এদিন অধ্যাপক বাসুদেববাবুর আসার কথা শুনে উপস্থিত ছিলেন এলাকার একাধিক অনুরাগীরা।

দীর্ঘ ১৬ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন

সবিতা অ্যাড এজেন্সি

বিজ্ঞাপনী অডিও প্রচারের জন্য যোগাযোগ করুন...

M. 9474743020

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন

৯২৩২৬৩৩৮৯৯

পরীক্ষার্থীদের পেন ও শুভেচ্ছা প্রদান

সংবাদদাতা ঃ বিভিন্ন পরীক্ষাকেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের শুভেচ্ছা জানায় তৃণমূল ছাত্র পরিষদ ও তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ।

গত ৫ মার্চ দ্বিতীয় ভাষা ইংরেজী পরীক্ষার দিন পরীক্ষার শুরুর প্রাক্কালে গাইঘাটা ব্লকের চৌগাছা মডেল একাডেমী পরীক্ষা কেন্দ্রে উপস্থিত হয়ে পরীক্ষার্থীগণের হাতে কলম পানীয় জলের বোতল তুলে দিয়ে শুভেচ্ছা জানালেন স্থানীয় তৃণমূল নেতৃবৃন্দ। এদিন উপস্থিত ছিলেন গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি ইলা বাক্চি, শিক্ষা কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ, পূর্ত কর্মাধ্যক্ষ নিরুপম রায়, দল নেতা শ্যামল বিশ্বাস ও জেলা পরিষদ সদস্য অভিজিৎ বিশ্বাস এবং জয়দেব বর্ধন, উত্তম মণ্ডল প্রমুখ। উপস্থিত অভিভাবকগণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের এই মহতী কর্মসূচীকে স্বাগত জানান।

বর্ধমানের পুতুল নাট্য গোবরডাঙা নকসার সংস্কৃতি কেন্দ্রে

সংবাদদাতা ঃ সংস্থার ২৫ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে আন্তর্জাতিক পুতুল নাট্য উৎসবের আয়োজন করেন বর্ধমানের দি পাপেটিয়ার্স এর সদস্যগণ। রজত জয়ন্তী বর্ষকে স্মরনীয় করে রাখতে ভারত সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে উদ্যোক্তারা গত ৩-৪ মার্চ গোবরডাঙা নকসা পরিচালিত সংস্কৃতিকেন্দ্রে উৎসব এর দ্বিতীয় পর্বের পুতুল নাট্য (পুতুল খেলা) অনুষ্ঠিত করে।

গত ৩ মার্চ সন্ধ্যায় সংস্কৃতি কেন্দ্রের বিচিত্রায় আয়োজিত উৎসবের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন, গোবরডাঙার সংস্কৃতি প্রেমী পৌরপ্রধান শংকর দত্ত, স্থানীয় কাউন্সিলর বাসুদেব কুন্ডু, পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত স্বনামখ্যাত ঢাকি গোকুল দাস, ছিলেন নক্সার কর্নধার বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস দাস।

আয়োজক বর্ধমান দি পাপেটিয়ার্স এর পরিচালক পার্থ প্রতিম পাল উপস্থিত বিশিষ্টজনদের শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জ্ঞাপন করেন। সদস্যগণ সকল বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ বাংলার সংস্কৃতির এই প্রাচীন ধারার (পুতুল নাচ) চর্চা ও প্রসারে বর্ধমানের দি পাপেটিয়ার্স ও তাঁর প্রাণ পুরুষ পার্থ বাবুর এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। দুদিনের এই পুতুল নাট্য উৎসবের প্রথম দিন ত্রিপুরা পাপেট থিয়েটার মঞ্চস্থ করে পুতুল নাটক চন্ডালিকা, এদিনের শেষ নাটক আসামের সুরজিত আকাদেমির রাবন বধ।

দ্বিতীয় দিন শুরুতে গৌতম হালদার নির্দেশিত সুভাষগ্রাম পাপেট থিয়েটার মঞ্চস্থ করে পুতুল নাটক সীতার বনবাস, উৎসবের শেষ নাটক গোবরডাঙার খাঁটুরা শিল্পাঞ্জলি প্রয়োজিত শঙ্খব্রত বিশ্বাস নির্দেশিত নাটক রাজা রামমোহন রায়ের জীবন কাহিনী নিয়ে দর্শক প্রশংসিত নাটক ভারত পথিক আলো সজ্জা আবহ সংগীত, কাহিনী, পুতুলের সাজ সজ্জা ইত্যাদি, পরিবেশিত পুতুল নাটকগুলিকে সমবেত দর্শক সাধারনের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়।

গোবরডাঙায় কথা প্রসঙ্গ নাট্যোৎসবে মঞ্চস্থ হল ৬ খানি নাটক

সংবাদদাতা ঃ নাটকের শহর গোবরডাঙার পৌর টাউন হলে ২৬ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় মঙ্গলদীপ প্রজ্জ্বোলন করে ৫ দিন ব্যাপী আয়োজিত ২৫ তম বার্ষিক কথা প্রসঙ্গ নাট্য উৎসবের উদ্বোধন করেন গোবরডাঙার সংস্কৃতিপ্রেমী পৌর প্রধান শংকর দত্ত, উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট অভিনেতা বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায়, নাট্যব্যক্তিত্ব আশিস দাস, অজিত সাহা, বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য প্রমুখ, কথা প্রসঙ্গের প্রাণপুরুষ বিকাশ বিশ্বাস উপস্থিত উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানান। বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ তাঁদের বক্তব্যে নাট্যচর্চা ও প্রসারে কথা প্রসঙ্গ নাট্যদলের প্রয়াসকে সাধুবাদ জানান।

গোবরডাঙা পৌরসভার সহযোগিতায় আয়োজিত নাট্যোৎসবে মোট ৬ খানি নাটক মঞ্চস্থ হয়। উদ্বোধনের দিনে কলকাতার প্রাচ্য নাট্যদল মঞ্চস্থ করে হেনরিক ইবসনের 'ডল্স হাউস' অবলম্বনে পারিবারিক নাটক খেলাঘর। বিশিষ্ট অভিনেতা দেবশংকর হালদার, বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় ও চৈতি ঘোষালের দুরন্ত অভিনয় সমবেত দর্শকদের মুগ্ধ করে। দ্বিতীয় দিন শ্যামবাজার অন্যদেশ প্রযোজিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের বিখ্যাত নাটক রক্ত করবী ও তৃতীয় দিন পশ্চিম মেদিনীপুরের 'ষড়ভুজ' পরিবেশিত উইলিয়ম শেক্সপিয়রের ' ম্যাকবেথ' নাটকটি দর্শকদের মনের মনিকোঠায় স্থান করে নেয়।

চতুর্থ দিন সন্ধ্যায় নৈহাটি নাট্য, সমন্বয় সমিতি প্রযোজিত এবং সাংসদ অভিনেতা পার্থ ভৌমিকে অভিনয়ে সমৃদ্ধ হাসির নাটক বসন্ত বিলাপ হলভর্তি দর্শক সাধারন বেশ উপভোগ করেন। উৎসবের শেষ দিনে স্বপ্নচারী প্রযোজিত সাহিত্যিক লীলা মজুমদারের গল্প অবলম্বনে সকলের ভালো লাগার নাটক ' নটবর' এবং আয়োজক সংস্থা কথা প্রসঙ্গ প্রযোজিত বিশিষ্ট নাট্যকার ও অভিনেতা মনোজ মিত্র রচিত এবং বিকাশ বিশ্বাস নির্দেশিত মঞ্চ সফল নাটক 'গন্ধজালে' সমবেত দর্শক মণ্ডলীর উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে। প্রতিদিন অসংখ্য দর্শকের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে রজত জয়ন্তী বর্ষের কথা প্রসঙ্গ নাট্যোৎসব এলেকায় বেশ সাড়া ফেলে।

'আমরা অমলকান্তি'-র বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা

চতুর্থপাতার পর...

স্থানীয় 'ইছামতী সংবাদ' পত্রিকার সম্পাদক পরিমল দে। শিক্ষক অনুপম মুখার্জীর পরিচালনায় কর্মশালায় অংশগ্রহণকারী পড়ুয়ারা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। প্রধান শিক্ষক নিতাইবাবুর জানান নাট্য চর্চা ও সুস্থ সংস্কৃতির সাথে বিদ্যালয়ে তারা এধরণের প্রশিক্ষণের ধারাবাহিকতা বজায় রাখবেন। কর্মশালা শেষে অংশ গ্রহণকারী প্রত্যেক প্রশিক্ষনার্থীর হাতে শংসাপত্র তুলে দেওয়া হয়।

নাবালিকার বিয়ে

প্রথমপাতার পর...

বুঝিয়ে বিয়ের আসরেই বিয়ে বন্ধ করল তারা। বিয়ের আসরে উপস্থিত পাত্রপক্ষ পাত্রীপক্ষের সকলেই ১৮ বছর বয়সের পর মেয়ে বিয়ে দেবে বলে জানিয়েছেন।

পাত্রের মা জানিয়েছে, ওই নাবালিকার বাবা নেই। মা বিড়ি বেঁধে সংসার চালায়। ছেলে অসুস্থ। সে কারণে দ্রুত তার মেয়ের সঙ্গে আমাদের ছেলের বিয়ে দেবে বলে মনস্থির করেছিল। নাবালিকার বিয়ে বন্ধ করার এই ঘটনায় পুলিশ প্রশাসনকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন সচেতন বাসিন্দারা।

ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সের বঙ্গরঙ্গ উৎসব- ২০২৫ অনুষ্ঠিত

সমর বিশ্বাস ঃ ২৭ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় ঠাকুরনগর খেলার মাঠের সুসজ্জিত অস্থায়ী মঞ্চে মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলন করে

ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্স আয়োজিত চারদিন ব্যাপী বঙ্গরঙ্গ উৎসবের সূচনা করেন ভারত সরকারের পূর্বাঞ্চল সংস্কৃতি কেন্দ্রের পদস্থ আধিকারিক অভিজিৎ চ্যাটার্জী। উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্য বিশিষ্টজনদের মধ্যে ছিলেন স্থানীয় আনন্দপাড়া নরহরি বিদ্যাপীঠের প্রধান শিক্ষক স্বপন গাইন, অবসর প্রাপ্ত শিক্ষক অনুপম দে, শিক্ষক ও সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব দীপক মিত্র, বৈদ্যনাথ দলপতি, তমাল মুখার্জী, নাট্য ব্যক্তিত্ব আশিস দাস, বিশিষ্ট সাংবাদিক অনন্ত চক্রবর্তী, নীরেশ চন্দ্র ভৌমিক ও থিয়োট্রিক্সের প্রাণপুরুষ প্রখ্যাত মূকাভিনেতা জগদীশ ঘরামীর জননী ভাগ্য দেবী।

শ্রী ঘরামী উপস্থিত সকল বিশিষ্টজনদের পুষ্পস্তবক ও স্মারক উপহারে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ তাঁদের বক্তব্যে সুস্থ্য সংস্কৃতির চর্চা ও প্রসারে থিয়েট্রিক্স ও তাঁর কর্ণধার জগদীশ বাবুর উদ্যোগকে স্বাগত জানান।

কেন্দ্রীয় সরকারের সংস্কৃতি মন্ত্রকের অর্থানুকুল্যে সংস্থার ১২ তম বর্ষে আয়োজিত বঙ্গরঙ্গ উৎসবের সূচনায় 'কবীরা খাঁড়া বাজার মে' নাটকটি মঞ্চস্থ করে নাটকের শহর গোবরডাঙার অন্যতম নাট্যদল নকসা। স্বনামখ্যাত নাট্য পরিচালক আশিস দাস নির্দেশিত মঞ্চ সফল নাটকটি সমবেত দর্শক সাধারনের উচ্চসিত প্রশংসা লাভ করে। শ্রী ঘরামী জানান, উৎসবে ১২টি মঞ্চ ও মূকনাটক মঞ্চস্থ হয়। পরিবেশিত হয় সদ্য সমাপ্ত কর্মশালায় প্রস্তুত একটি নীরব নাটক। এছাড়াও ছিল সংগীত, আবৃত্তি, অংকন ও নৃত্য প্রতিযোগিতা।

উৎসবে সংগীত নাটক আকাদেমী পুরস্কার প্রাপ্ত পিয়াল ভট্টাচার্য ও এবারের পদ্মশ্রী পুরস্কার প্রাপ্ত ঢাকি সম্রাট মছলন্দপুরের গোকুল দাসকে প্রয়াত পিতার স্মৃতিতে যতীন ঘরামী স্মারক সম্মানে ভূষিত করা হয়েছে বলে শ্রী ঘরামী আরোও জানালেন। আমন্ত্রিত নাট্য দলের নাট্যানুষ্ঠান, মূকাভিনয় ও নানান প্রতিযোগিতা ও অনুষ্ঠানে ঠাকুরনগর থিয়েট্রিক্সেকর ১২ তম বর্ষের বার্ষিক উৎসব সার্থক হয়ে ওঠে।

'আমরা অমলকান্তি'-র বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্য কর্মশালা

সংবাদদাতা ঃ বসিরহাট টাকির ঐতিহ্যবাহী নাট্যদল 'আমরা অমলকান্তি'র উদ্যোগে বসিরহাটের নৈহাটি এনসিএস শিক্ষা নিকেতনে সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হল বিদ্যালয় ভিত্তিক নাট্যকর্মশালা। বিদ্যালয়ের ৩৫তম ছাত্র-ছাত্রী অনুষ্ঠিত নাট্য কর্মশালায় অংশ গ্রহণ করে। সম্প্রতি কর্মশালার উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে বিশিষ্টজনদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন বিদ্যালয়ের সংস্কৃতিপ্রেমী প্রধান শিক্ষক নিতাই দে, বসিরহাট মহকুমা নাট্য সমন্বয় কমিটির সভাপতি অরবিন্দ সরকার, 'আমরা অমলকান্তি' নাট্য সংস্থার নির্দেশক ও বিশিষ্ট অভিনেতা লাল্টু দাস,

তৃতীয় পাতায়...

দত্তপুকুর দৃষ্টির ভাষা দিবস উদ্‌যাপন

সঞ্জিত সাহা ঃ গত ২১ ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস যথাযোগ্য মর্যাদা সহকারে উদ্‌যাপন করেন দত্তপুকুরের দৃষ্টি নাট্য সংস্থার সদস্যগণ। এদিন সংস্থার নিজস্ব শিল্পচর্চা কেন্দ্র শিল্পশালায় অনুষ্ঠিত ভাষা দিবসের অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট ব্যক্তিগনের মধ্যে ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য ব্যক্তিত্ব বর্ষা দত্ত, সংস্কৃতিপ্রেমী স্বপন বসু, ছিলেন বিশিষ্ট নাট্য কর্মী ও শিক্ষক মনোজ ঘোষ, স্বপন দাস, সুরজিৎ

দাস, প্রবীর দাস, গার্গী ভট্টাচার্য, অহনা দাস, ঐশী ভট্টাচার্য, মেহবুব হোসেন খান, সুমন মীরবহর ও দৃষ্টির প্রান পুরুষ ও বিশিষ্ট নাট্য নির্দেশক বুদ্ধদের ভট্টাচার্য প্রমুখ।

১৯৫২র ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রক্ষাপট তুলে ধরে মনোজ্ঞ ভাষণ দান করেন উপস্থিত বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ। পরিশেষে সংস্থার শিশু কিশোর সদস্যগণ পরিবেশন করে সকলের ভালো লাগার নাটক 'ভুল করে ভুল'; নাটকটি সমবেত দর্শকমণ্ডলীর উচ্ছসিত প্রশংসা লাভ করে; ভাষা দিবস উপলক্ষ্যে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানটি মাতৃভাষার প্রতি শ্রদ্ধা বৃদ্ধি এবং সেই সঙ্গে থিয়েটার চর্চা এবং শিল্প ক্ষেত্রে মাতৃভাষার গুরুত্ব বিষয়ে আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মকে নতুন করে ভাবাতে সাহায্য করবে বলে আশা ব্যক্ত করেন দৃষ্টির কর্ণধার বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। নানা অনুষ্ঠান এবং বহু ভাষা ও সাহিত্য সংস্কৃতি প্রেমী মানুষজনের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতিতে দৃষ্টি নাট্য সংস্থা আয়োজিত এদিনের সমগ্র অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

সাড়ম্বরে অনুষ্ঠিত কাটাখালি আর পি স্কুলের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা

নীরেশ ভৌমিক ঃ গত ১৯ ফেব্রুয়ারি সকালে স্থানীয় ফুলসরা গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান টুসি রায় সেন ও গাইঘাটা পঞ্চায়েত সমিতির শিক্ষা ক্রীড়া ও স্থায়ি সমিতির কর্মাধ্যক্ষ মধুসূদন সিংহ কর্তৃক জাতীয় পতাকা উত্তোলন ও মঙ্গলদীপ প্রোজ্জ্বলনের মধ্য দিয়ে মহা সমারোহে শুরু হয় গাইঘাটা পূর্বচক্রের কাটাখালি আর, পি, বিদ্যালয়ের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিত- ২০২৫।

উদ্বোধনী সংগীত পরিবেশন করেন বিদ্যালয়ের ভূতপূর্ব প্রধান শিক্ষিকা সুনীতা দে পাল। বিদ্যালয়ের ভার প্রাপ্ত শিক্ষিকা সুনীতা দত্ত উপস্থিত সকলকে অভিনন্দন জানান। সহ শিক্ষক শিক্ষিকাগণ উপস্থিত বিশিষ্টজনদের উত্তরীয় ও পুষ্প স্তবকে বরণ করে নেন। বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ বিদ্যালয়ের পড়াশুনোর পাশাপাশি পড়ুয়াজের খেলাধুলো ও শরীর চর্চার এই মহতী উদ্যোগকে সাধুবাদ জানান। বিদ্যালয়ের শিক্ষক আবির পালের সুচরু পরিচালনায় অনুষ্ঠিত বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতার উদ্বোধনী অনুষ্ঠান বেশ প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে।

বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আয়োজিত ক্রীড়া প্রতিযোগিতায় শিক্ষার্থীগণ দৌড়, অংক দৌড়, চামচ গুলি, লাফ দড়ি (স্কিপিং) ইত্যাদি ২৩ টি প্রতিযোগিতায় অংশ নেয়। ছোটদের ব্যাঙ দৌড়, বিস্কুট দৌড় এবং সকলের জন্য অনুষ্ঠিত যেমন খুশি সাজো প্রতিযোগিতা বেশ আকর্ষনীয় হয়ে ওঠে।

অভিভাবিকাদের জন্য ছিল 'পাসিং দ্য বল' প্রতিযোগিতা।

প্রতিযোগিতা শেষে সফল প্রতিযোগীগণের হাতে পুরস্কার (পদক) তুলে দেওয়া হয়। শিক্ষক অভিভাবক ও ছাত্র ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত উপস্থিতি ও অংশগ্রহনে বিদ্যালয় আয়োজিত এদিনের বার্ষিক ক্রীড়া প্রতিযোগিতা সার্থক হয়ে ওঠে।

বিরোধীদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে না দেওয়ার অভিযোগ

প্রতিনিধি ঃ বাগদার কোলা মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির নির্বাচন হওয়ার কথা কয়েক দিনের মধ্যে। শনিবার ছিল মনোনয়নপত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। অভিযোগ, এদিন সকালে বিরোধী প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র জমা দিতে যান সমিতির কার্যালয় বাগদা বাজার এলাকায়। অভিযোগ, ওই সময় দুষ্কৃতীরা এসে বিরোধী প্রার্থীদের মনোনয়নপত্র কেড়ে নিয়ে তাদের মারধর করে তাড়িয়ে দেয়। এ বিষয়ে তারা বাগদা থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন। বিরোধীদের একজন প্রার্থী নির্মল মন্ডল বলেন, ২০০৬ সালের পর এই প্রথম ভোট হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু আমাদের মনোনয়নপত্র জমা দিতে দেওয়া হলো না। আমার মনোনয়ন কেড়ে নিয়ে ধাক্কা মেরে ফেলে দেওয়া হয়। বিজেপির বনগাঁ সাংগঠনিক জেলার সভাপতি দেবদাস মন্ডল বলেন, তৃণমূল গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না। আমাদের সহ বিরোধী প্রার্থীদের মারধর করে মনোনয়নপত্র কেড়ে নেওয়া হয়েছে।

আমাদের NPC Optical- এ ১ থেকে
২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন Salesman প্রয়োজন।
অভিজ্ঞ জোতিষিরা যোগাযোগ করুন।
আমাদের শোরুম প্রতিদিন খোলা
এন পি.সি. অপটিক্যাল

১। বনগাঁতে নিয়ে এলো আধুনিক এবং উন্নত মানের সকল প্রকার চশমার ফ্রেম ও সমস্ত রকমের আধুনিক এবং উন্নত মানের পাওয়ার গ্লাসের বিপুল সম্ভার।
২। সমস্ত রকম কন্টাক্ট লেন্স-এর সুব্যবস্থা আছে।
৩। আধুনিক লেন্সোমিটার দ্বারা চশমার পাওয়ার চেকিং এবং প্রদানের সুব্যবস্থা আছে। এছাড়াও আমাদের চশমার ওপর লাইফটাইম ফ্রি সার্ভিসিং দেওয়া হয়।
৫। আমাদের এখানে চশমার ফ্রেম এবং সমস্ত রকমের পাওয়ার গ্লাস হোলসেল এর সুব্যবস্থা আছে।

চক্ষু বিশেষজ্ঞ ডাক্তারবাবুদের চেম্বার করার জন্য সমস্ত রকমের ব্যবস্থা আছে।
যোগাযোগ করতে পারেন। মো: 8967028106
বাটার মোড়, (কুমুদিনী স্কুলের বিপরীতে), বনগাঁ

Printer, Publisher & Owner **Utpal Mallick**, Published at Kalupur (Uttarpara, P.O.- Kalupur, P.S.- Bongaon, Dist.- North 24 Parganas, W.B. PIN- 743235 and Printed at KUMAR PRESS at Tawbazar, Bongaon, North 24 Parganas, W.B., PIN- 743235 - **9232633899 / 9134228513 / 9647791986 / 8972800084**
e-mail.- sarbabhauma@gmail.com, Web- https://www.sarbabhaumasamachar.in Sub- Editor- **Haridas Golder** Editor- **Utpal Mallick**